দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সমীপে

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে গত এইচএসসি পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকের কোন কোন বিষয়ের পরীক্ষার খাতা বাতিল হয়েছে। উল্লেখ্য, পরীক্ষার্থীরা খারাপ আচরণের জন্যই পরীক্ষা পরিচালক খাতা বাতিল করে থাকেন। কিন্তু কথা হল এই যে, যাদের পরীক্ষার খাতা বাতিল হয়েছে তারা পরবর্তী বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কি-না এ ব্যাপারে তারা দারুণভাবে চিন্তাযুক্ত। প্রায় সব কলেজেই টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই অনেক কলেজের পরীক্ষা শেষও হয়ে গেছে। এই পরীক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

অতএব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ, উক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে কে কে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে বা পারবে না তাদেরকে তা জানানোর আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

—আবদুর রহিম
নাটিয়াপাড়া, টাঙ্গাইল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির বিভিন্ন সমস্যা

বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। সরকার আরো একটি ভাল কাজ করেছেন "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী" কিন্তু আমরা ঢাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কি দেখতে পাচ্ছি, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ১০/২০ টাকা ভর্তি ফরমের জন্য ৫০ / ১০০ টাকা, বই বিতরণের সময় ২০/২৫ টাকা এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ২০/২৫ টাকা নেয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞসা; যে টাকা নেয়া হচ্ছে সেটা সরকারী কোন চার্জ, না-কি শিক্ষকদের বেতন, না-কি বেঞ্চের ভাড়া। এমনকি অনেক স্কুল সরকারী হওয়া সত্ত্বেও মাসিক বেতন নেয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কিভাবে দেশের সকল ছেলেমেয়ে ২ হাজার সালের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষিত হবে? এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সৈয়দ মনিরুল হক খোকন ও অমল,
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ; ঢাকা।